রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ৫, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৯ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৭৭-আইন/২০২০।—সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৫৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন** ।—(১) এই বিধিমালা আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১৫ মে, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"কমিশন"** অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন;

(খ) **"জিপিএ"** অর্থ Grade Point Average (GPA);

(গ) **"তপশিল"** অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তপশিল-১ ও তপশিল-২;

মূল্য ঃ টাকা ১৬.০০

(ঘ) **"নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ"** অর্থ সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোনো কর্মচারী;

(ঙ) **"পদ"** অর্থ তপশিল-১ এ উল্লিখিত কোনো পদ;

(চ) **"প্রয়োজনীয় যোগ্যতা"** অর্থ সংশ্লিষ্ট পদের জন্য তপশিল-১ এর কলাম (৫) এ উল্লিখিত যোগ্যতা;

(ছ) **"শিক্ষানবিশ"** অর্থ তপশিল-১ এর কলাম (১) এ উল্লিখিত কোনো পদের বিপরীতে সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগকৃত কোনো কর্মচারী, যাহার চাকরি এখনও স্থায়ী হয় নাই;

(জ) **"সিজিপিএ"** অর্থ Cumulative Grade Point Average (CGPA); এবং

(ঝ) **"স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" বা "স্বীকৃত বোর্ড"** অর্থ আপাতত বলবৎ কোনো আইনের দ্বারা বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডকে বুঝাইবে এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি**।—(১) তপশিলে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে এবং সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৭(২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সাপেক্ষে, কোনো শূন্য পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ প্রদান করা হইবে, যথা :—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং

(গ) প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।

(২) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগ করা হইবে না, যদি না উক্ত পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকে এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তপশিল-১ এর কলাম (৩) এ বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়।

৪। **সরাসরি নিয়োগ**।—(১) কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতাভুক্ত কোনো পদে কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতা বহির্ভূত কোনো পদে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটি মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশ করিবে, তবে ২০ তম গ্রেড এর কোনো পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা বা না করা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোনো ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন; এবং

(খ) এমন কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৪) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি—

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রবিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো মেডিকেল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোনো দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না, যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(খ) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে তদন্ত না হয়, কিংবা তদন্তের ফলে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিযুক্তির জন্য তিনি উপযুক্ত নহেন।

(৫) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হইবে না, যদি তিনি—

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফিসহ যথাযথ ফরম ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন; এবং

(খ) সরকারি চাকরি কিংবা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালীন স্বীয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

(৬) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আবেদন করিয়া কোনো ব্যক্তি নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে—

(ক) উক্ত নিয়োগ নব নিয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে; এবং

(খ) তাহার পূর্বের চাকরিকাল শুধু পেনশন ও বেতন সংরক্ষণের জন্য গণনাযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জ্যেষ্ঠতা বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধাদির জন্য উক্ত কর্মকাল গণনাযোগ্য হইবে না।

৫। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ**।—(১) এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ১৩—১৬ বেতন গ্রেডের কোনো পদ হইতে ১০—১২ বেতন গ্রেডের কোনো পদে এবং ১০—১২ বেতন গ্রেডের কোনো পদ হইতে ৯ম বা তদূর্ধ্ব বেতন গ্রেডের কোনো পদে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তির চাকরি বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে তিনি কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

(৩) অস্থায়ী পদে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালার বিধান অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদান করা যাইবে, তবে অস্থায়ী পদ যেই তারিখে স্থায়ী হইবে সেই তারিখ হইতে উক্ত ব্যক্তির পদোন্নতি স্থায়ী হইবে।

৬। **শিক্ষানবিশি**।—(১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোনো পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিশি স্তরে—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, স্থায়ী নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এইরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষানবিশির মেয়াদ এইরূপ বর্ধিত করিতে পারিবেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে ২ (দুই) বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যেই ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশির মেয়াদকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, তাহার কর্ম ও আচরণ সন্তোষজনক নহে, কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবিশের চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৩) শিক্ষানবিশির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হওয়ার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিক্ষানবিশির মেয়াদ চলিবারকালে কোনো শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক, তাহা হইলে উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাকে চাকরিতে স্থায়ী করিবেন এবং স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকরিতে যোগদানের তারিখ হইতে চাকরিতে স্থায়ী হইবেন; এবং

(খ) যদি মনে করেন যে, উক্ত মেয়াদকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ—

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৪) কোনো শিক্ষানবিশকে কোনো নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না, সরকারি আদেশবলে সময় সময়, যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন :

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল কর্মচারীর বয়স ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই সকল কর্মচারীকে তপশিলে বর্ণিত পদের শিক্ষানবিশকাল শেষ হইবার ১ (এক) বৎসরের মধ্যে স্থায়ী হইবার ক্ষেত্রে বর্ণিত পরীক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে না।

(৫) অস্থায়ীভাবে সৃজিত পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিক্ষানবিশ হিসাবে গণ্য হইবেন, তবে অস্থায়ী পদ যে তারিখে স্থায়ী হইবে সেই তারিখ হইতে উক্ত ব্যক্তির চাকরি স্থায়ী হইবে।

৭। **বিশেষ বিধান**।—তপশিল-১ এ উল্লিখিত কোনো পদ পূরণের ক্ষেত্রে সরাসরি ও পদোন্নতির কোটা বিভাজনে কোনো ভগ্নাংশ আসিলে উভয় কোটায় ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে পদোন্নতির কোটার সহিত যুক্ত হইবে।

৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক বিগত ১৫ মে, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রদত্ত রায়ে সামরিক শাসন আমলের আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় 'Class-II and Class-III Employees (Project Finance Cell) Recruitment Rules, 1984', অতঃপর উক্ত বিলুপ্ত Rules বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইয়াছে।

(২) 'The Gazetted Class-1 Officers (Project Finance Cell of Population Control and Family Planning Division) Recruitment Rules, 1978', অতঃপর উক্ত রহিত Rules বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইলো।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন বিলুপ্ত ও (২) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও—

(ক) বিলুপ্ত Rules ও রহিত Rules এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়োগ এবং উহার ধারাবাহিকতায় প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশিসহ চাকরিতে স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি ও অর্জিত অধিকারসমূহ এমনভাবে চলমান থাকিবে যেন উহা এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত ও অর্জিত হইয়াছে; এবং

(খ) বিলুপ্ত Rules ও রহিত Rules এর পরবর্তীতে—

(অ) এই বিধিমালার কার্যকরতার তারিখ এবং ইহার জারির তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়োগ এবং উহার ধারাবাহিকতায় প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশিসহ চাকরিতে স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি ও অর্জিত অধিকারসমূহ, যদি থাকে, এমনভাবে চলমান থাকিবে যেন উহা এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত ও অর্জিত হইয়াছে; এবং

(আ) কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা, এই বিধিমালার বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

তপশিল-১

[বিধি ২ (গ) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	পদের নাম ও গ্রেড	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	পরিচালক	-	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** উপ-পরিচালক পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **প্রেষণে বদলির ক্ষেত্রে :** উপসচিব পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
২।	উপপরিচালক	-	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** সহকারী পরিচালক পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **প্রেষণে বদলির ক্ষেত্রে :** সিনিয়র সহকারী সচিব পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
৩।	সহকারী পরিচালক	৩০ বৎসর	(ক) ৬৬% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৩৪% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** অডিট সুপার পদে অন্যূন ০৭ (সাত) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হিসাব বিজ্ঞান, ফিন্যান্স, ব্যবসা প্রশাসন, ব্যাংকিং, ব্যবস্থাপনা, লোক প্রশাসন বা অর্থনীতি বিষয়ে– (অ) অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; অথবা (আ) অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; এবং

ক্রমিক নং	পদের নাম ও গ্রেড	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				(খ) কোনো প্রার্থীর শিক্ষা জীবনে একাধিক তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ (Grade Point Average) বা সিজিপিএ (Cumulative Grade Point Average), যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, থাকিলে তিনি যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।
৪।	অডিট সুপার	৩০ বৎসর	(ক) ৬৬% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৩৪% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** অডিটর পদে অন্যূন ০৮ (আট) বৎসরের চাকরি **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হিসাব বিজ্ঞান, ফিন্যান্স, ব্যবসা প্রশাসন, ব্যাংকিং, ব্যবস্থাপনা, লোক প্রশাসন বা অর্থনীতি বিষয়ে– (অ) অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; অথবা (আ) অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) কোনো প্রার্থীর শিক্ষা জীবনে একাধিক তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ (Grade Point Average) বা সিজিপিএ (Cumulative Grade Point Average), যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, থাকিলে তিনি যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।

ক্রমিক নং	পদের নাম ও গ্রেড	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৫।	অডিটর	৩০ বৎসর	(ক) ২৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** (ক) সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে অন্যূন ০৪ (চার) বৎসরের চাকরি; অথবা (খ) অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে অন্যূন ০৫ বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্যে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের সিজিপিএ; (খ) কোনো প্রার্থীর শিক্ষা জীবনে একাধিক তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ (Grade Point Average) বা সিজিপিএ (Cumulative Grade Point Average), যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, থাকিলে তিনি যোগ্য বিবেচিত হইবেন না; এবং (গ) কম্পিউটার পরিচালনা বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।
৬।	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিং ইত্যাদির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন গতি হইবে নিম্নরূপ, যথা : – (অ) বাংলা : প্রতি মিনিটে ২৫ শব্দ; (আ) ইংরেজি : প্রতি মিনিটে ৩০ শব্দ; (গ) সাঁটলিপি লিখনে সর্বনিম্ন গতি হইবে নিম্নরূপ, যথা :— (অ) বাংলা : প্রতি মিনিটে ৫০ শব্দ;

ক্রমিক নং	পদের নাম ও গ্রেড	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				(আ) ইংরেজে : প্রতি মিনিটে ৮০ শব্দ; এবং (ঘ) তপশিল-২ এ উল্লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
৭।	**অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক**	৩০ বৎসর	(ক) ২৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** (ক) অফিস সহায়ক পদে অন্যূন ০৬ (ছয়) বৎসরের চাকরি; (খ) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (গ) কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিং, ইত্যাদির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন গতি হইবে নিম্নরূপ, যথা : (অ) বাংলা : প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ; (আ) ইংরেজি : প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ; **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিং ইত্যাদির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন গতি হইবে নিম্নরূপ, যথা :— (অ) বাংলা : প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ; (আ) ইংরেজি : প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ; এবং (গ) তপশিল-২ এ উল্লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৮।	**অফিস সহায়ক**	৩০ বৎসর	**সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে**	কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

তপশিল

[বিধি ২ (গ) দ্রষ্টব্য]

সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে প্রার্থীদের পরীক্ষার বিষয়, নম্বর, সময় ইত্যাদি

ক্রমিক নং	পরীক্ষা ও বিষয়ের নাম	বিষয় ভিত্তিক নম্বর	সর্বনিম্ন পাস নম্বর	সময়
(ক)	লিখিত পরীক্ষা			
১.	বাংলা	৩০	৫০%	৯০ মিনিট
২.	ইংরেজি	৩০		
৩.	গণিত	২০		
৪.	সাধারণ জ্ঞান	২০		
	মোট নম্বর	১০০		
(খ)	মৌখিক পরীক্ষা	১০	৫০%	
	সর্বমোট নম্বর	১১০		

ব্যাখ্যা : (১) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী কেবল ব্যবহারিক পরীক্ষা এবং ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে;

(২) বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রকার কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরের ক্ষেত্রে প্রতি ৫ (পাঁচ) টি স্ট্রোক একটি শব্দ হিসাবে গণ্য হইবে;

(৩) ৫% (পাঁচ) শতাংশ এর অধিক ভুলের ক্ষেত্রে কোনো গতি অর্জন করেন নাই বলিয়া গণ্য হইবে;

(৪) কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে ব্যবহারিক পরীক্ষার মোট সময় ১০ (দশ) মিনিট হইবে;

(৫) সাঁটলিপি নোট প্রতিলিপিকরণ (Transcribe) এর জন্য মোট সময় ৩০ (ত্রিশ) মিনিট হইবে (শুধু সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদের জন্য প্রযোজ্য); এবং

(৬) ব্যবহারিক পরীক্ষায় কেবল উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ হিসাবে গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল মান্নান
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd